সংবাদ

NOV. 07 2000

রংপুর : গতকাল কারমাইকেল কলেজের আবাসিক ছাত্রীদের মিছিলে শিবির ক্যাডাররা ধাওয়া করলে আতঙ্কে ক্যাম্পাসের পাশের একটি স্কুলের শিশুদের নিয়ে অভিভাবকরা নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটছেন -সংবাদ

কারমাইকেল কলেজে ছাত্রীমিছিলে শিবিরের হামলা : আহত ২০

জেলা বার্তা পরিবেশক, রংপুর

গতকাল সোমবার রংপুর কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্রীদের মিছিলে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা হামলা চালিয়েছে। এ সময় শিবির ক্যাডাররা কয়েকজনকে বিবস্ত্র করার চেষ্টা করে। শিবির ক্যাডাররা ঘণ্টাব্যাপী তাণ্ডব চালালেও কর্তব্যরত পুলিশ তাদের রুখায় এগিয়ে আসেনি বলে ছাত্রীরা অভিযোগ করেছে। হামলায় ২ সাংবাদিকসহ ২০ ছাত্র আহত হয়েছে। এ ঘটনার পর কলেজের ৩টি হলের অধিকাংশ ছাত্রী নিরাপত্তার অভাবে হল ছেড়ে চলে গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, কারমাইকেল কলেজের ছাত্রী হোস্টেলে কয়েক দফা চুরি, গতকাল রাতে সন্ত্রাসীদের দেয়াল টপকে হলে প্রবেশের চেষ্টায় আতঙ্কিত ছাত্রীরা গতকাল সোমবার সকাল ৯টার দিকে তাপসী রাবেয়া হল থেকে ব্যানারসহ মিছিল নিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করলে হল সুপার ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জিল্লুর রহমান বাধা দিয়ে তাদের হুমকি দেন। পরে ছাত্রীরা ওই হল থেকে বের হয়ে বেগম রোকেয়া হল ও জাহানারা ইমাম হলের ছাত্রীরা এক হয়ে তাদের

হামলা : প : ১১ ক : ৮

হামলা : ছাত্রীমিছিলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিরাপত্তার দাবিতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেয়ার জন্য বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে কলেজ ক্যাম্পাস থেকে বের হয়। এ সময় কলেজের প্রবেশ গেটে কয়েকজন জামায়াতপন্থি শিক্ষক ছাত্রীদের মিছিলে বাধা দেন। ছাত্রীরা জেলা প্রশাসকের কাছে যাবে জানালে গণিত বিভাগের শিক্ষক সেলিম, ইসলামী ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক ফিরোজুর রহমান, তাপসী রাবেয়া হলের সুপার জিল্লুর রহমানসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষক কলেজের প্রধান গেটে দাঁড়িয়ে বাধা দেন। তারা হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন কোন ছাত্রী মিছিল নিয়ে বের হতে পারবে না। এনিয়ে ছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষকদের বাদানুবাদ হয়। ২ ঘণ্টা ধরে শিক্ষক ও ছাত্রীদের বাদানুবাদ চলার এক পর্যায়ে শতাধিক ছাত্রী মিছিল নিয়ে আবারও কলেজ ক্যাম্পাসে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। বিক্ষুব্ধ ছাত্রীরা কলেজ ক্যাম্পাসের জনতা ব্যাংকে গিয়ে অনার্স প্রথম বর্ষের ফরম বিক্রি বন্ধ করতে বলে। সোয়া ১১টার দিকে শিবির সভাপতি জাহেনুর রহমানের নেতৃত্বে ৩০ থেকে ৪০ জন শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডার লাঠি, ছোড়াসহ বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে ছাত্রীদের ওপর হামলা চালায়। তারা ছাত্রীদের চুলের মুঠি ধরে মারধর, লাথি, থাপ্পরসহ বিভিন্নভাবে ছাত্রীদের ওপর পৈশাচিক নির্যাতন চালায়। এ সময় কয়েকজন শিবির ক্যাডার ৩ ছাত্রীকে ধরে বিবস্ত্র করার চেষ্টা করে।

শিবির ক্যাডারদের হামলার ছবি তুলতে গেলে সমকালের ফটো সাংবাদিক গোলজার হোসেন আদর, যুগান্তরের ফটো সাংবাদিক সাঈদকে শিবির ক্যাডারা বেদম প্রহার করে। তারা দুই ফটো সাংবাদিকের ডিজিটাল ক্যামেরা ছিনিয়ে নেয়। পরে সমকালের ফটো সাংবাদিক আদরের ক্যামেরা ফেরত দিলেও সাঈদের ক্যামেরা দেয়নি। বেলা সোয়া ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত শিবির ক্যাডাররা পৈশাচিক নির্যাতন চালায়। ছাত্রীদের ওপর পৈশাচিক নির্যাতন

নোর সময় কলেজের প্রবেশ গেটে
ণ দাঁড়িয়েছিল। পরে তারা কলেজে
ণ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
র ক্যাডারদের হামলায় গুরুতর আহত
রা হলো– কামরুন্নাহার শিখা, পলি
২, লিলি বেগম, হ্যাপি, শায়লা, নাজমা